দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL. 7 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

106

মাদ্রাসাতে দ্বিগুণ বরাদ্দ ঃ শিক্ষামন্ত্রী

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুদান সাময়িক বন্ধ

(সংসদ বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেছেন, চলতি অর্থবছরে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের প্রশ্নই উঠে না। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, যারা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কথা বলছে তারা রাজনৈতিক স্বার্থে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তারা অসত্য কথা বলে গুনাহ্‌র কাজ করছে।

বিএনপির সাংসদ মসিউর রহমান সারাদেশে ৩শ' মাদ্রাসার সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চেষ্টা চলছে কিনা জানতে চান।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় সরকারি অনুদান পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হয়। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ নীতিমালা মেনে চলছে না বলে অভিযোগ পাওয়ার পর বিগত বিএনপি আমলেই এ অভিযোগ তদন্তের জন্যে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি মাদ্রাসাসহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নীতিমালা লংঘনের রিপোর্ট দেয়। তবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় বর্তমান সরকার আরো উদারভাবে তদন্তের নির্দেশ দেয়। এ তদন্তে ৩শ'র মত মাদ্রাসাসহ বেশকিছু স্কুল-কলেজ সরকারি নীতিমালা লংঘন করছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ভুয়া শিক্ষকের নামে অর্থ উত্তোলন করছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই এসব ভুয়া এবং নীতিমালা লংঘনকারী মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজের সরকারি অনুদান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, অতীতে এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গত অর্থবছরে ২শ' মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। চলতি অর্থবছরে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কোন প্রশ্নই উঠে না।

শিক্ষামন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।